যুগান্তর

তারিখ ..... 3 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ......

আগের দুটি তদন্ত রিপোর্টও চাওয়া হবে

ঢাবি'র আগস্ট ট্রাজেডির তদন্ত করবে সংসদীয় কমিটি

শেখ মামুনুর রশীদ

জরুরি অবস্থার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘাতের ঘটনা তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। ওই ঘটনায় নির্যাতিত ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য শোনা ছাড়াও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন তারা। এজন্য সংসদীয় কমিটি ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনার পর গঠিত বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পৃথক দুটি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন চাওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রোববার জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির সভাপতি ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এতে সভাপতিত্ব করেন। কমিটির সদস্য

তদন্ত : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

তদন্ত : ট্রাজেডির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মির্জা আজম, বীরেন সিকদার, অধ্যাপক মোঃ শাহ আলম, কাজী ফারুক কাদের, মমতাজ বেগম প্রমুখ বৈঠকে অংশ নেন। শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এক-এগারোর পর ২০০৭ সালের ২২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রথমে বাদানুবাদ হয়। খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই বাদানুবাদের একপর্যায়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সাধারণ ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। যার রেশ ধরে নানা দফায় সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে কয়েকদিন অচল হয়ে পড়ে রাজধানীসহ গোটা শিক্ষাঙ্গন। ওই ঘটনার পরপরই ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও বর্তমান প্রোভিসিসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতের রায়ে তাদের অনেকের সাজা হয়। পরে আবার সে সাজা মওকুফও করে দেয়া হয়। আটক অবস্থায় শিক্ষক ও ছাত্রদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানোও হয়। ওই ঘটনার দায় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও তিন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনকে প্রকাশ্যে আদালত প্রাঙ্গণে বক্তব্য দিতে বাধ্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের রিমান্ডে নিয়ে মানসিক নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে।

ছাত্র বিক্ষোভের ওই ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি সামাল দিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরে কার্ফু জারি করে। বিষয়টি তদন্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি এবং হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন নামে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পৃথক দুটি তদন্ত কমিটিই তাদের রিপোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় সাধারণ ছাত্রদের দায়ী করা হয়। রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষককে ঘটনার উসকানিদাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

কমিশনের রিপোর্টে সেনাবাহিনীর যেসব সদস্যের কারণে এ ঘটনার সূত্রপাত তাদের বিষয়টি রিপোর্টে হালকা করে দেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা ওই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ভুক্তভোগী শিক্ষকরা ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা পুনঃতদন্তের দাবি জানান। সম্প্রতি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনসহ ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক বিষয়টি পুনঃতদন্তের অনুরোধ জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির কাছে চিঠি দেন। এই চিঠির আলোকেই পুরো বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় সংসদীয় কমিটি। এছাড়াও তারা আগের তদন্ত রিপোর্ট দুটি পর্যালোচনারও সিদ্ধান্ত নেন।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন গতকাল যুগান্তরকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ঘটনা ছিল সাজানো ও নাটকজনক। সংসদীয় কমিটি তাই পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য তারা বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট চেয়েছেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন প্রভাবিত করতে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে।

রাশেদ খান মেনন বলেন, সাজানো নাটকের মাধ্যমে শিক্ষকদের কারাদণ্ড দেয়া হয়। আবার সাজানো প্রক্রিয়ায় তাদের দণ্ড মওকুফ করে দেয়া হয়। কিন্তু সে দণ্ড মওকুফের আদেশ এখনও না হওয়ায় অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিদেশে যেতে পারছেন না। সংসদীয় কমিটি এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে বিস্তারিত জানতে চাইবে। তিনি বলেন, সংসদীয় কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আগেই এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়েছেন।

জানা গেছে, সংসদীয় কমিটির বৈঠকে শিক্ষা অধিদফতরের কার্যক্রম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের কার্যক্রম এবং বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের বিভিন্ন অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অধ্যাপক মোঃ শাহ আলমকে প্রধান করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে আগামী দুই মাসের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়।